১৪

দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 NOV 1996
পৃঃ ৮০ কলাম ১

ফরিদপুরে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ঃ অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফরিদপুর।–জেলায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য (শিবিখ) কর্মসূচীতে নানা অনিয়ম–এর অভিযোগ পাওয়া গেছে। দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্য চাল নিয়ে চলছে বিভিন্ন অনিয়ম। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মকর্তারা প্রাপ্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। চাল উত্তোলনের সময় বিভিন্ন খাতে প্রদত্ত উৎকোচ ও গায়েবী ঘাটতির মাশুল গুণতে হচ্ছে গরীব ছাত্রছাত্রীদের।

অতিরিক্ত খরচ ও ঘাটতির অজুহাতে নির্ধারিত পরিমাণ চালনা দিয়ে ২ থেকে ৪ কেজি চাল কম দেয়া হচ্ছে। আর বরাদ্দকৃত বিপুল সংখ্যক কার্ড ভুয়া প্রমাণিত হয়েছে। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, জেলায় ১৮টি ইউনিয়নের ২শ' ২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রম চালু রয়েছে। মোট সুবিধাভোগী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৪ হাজার ৩শ' ৮৮। সুবিধাভোগী পরিবারের সংখ্যা ৩২ হাজার ১৭ জন–এর মধ্যে একক ২৯ হাজার ৬শ' ৫৪ এবং একাধিক ছাত্রছাত্রীর পরিবার রয়েছে ২ হাজার ৩শ' ৬৩টি। '৯৫–৯৬ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত জেলায় ৩শ' ৬৩ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে। এর আগে ১৯৯৫–৯৬ অর্থ বছরে জুলাই পর্যন্ত মোট বিতরণকৃত গম ৫০৭০ টন। চাল বিতরণকালে সরকারী নিয়মনীতি মানা হয়নি অধিকাংশ বিদ্যালয়ে।

সরকারী নিয়ম মতে, একক কার্ডধারী ১২ কেজি ও একাধিক কার্ডধারী ১৬ কেজি চাল পাবে। কিন্তু বাস্তবে উভয় ক্ষেত্রে চাল কম দেয়া হয়েছে। একক কার্ডধারীরা ৯/১০ কেজির বেশী চাল পায়নি। চরাঞ্চলের বিদ্যালয়ে ৮ কেজি চালের বেশী দেয়া হয়নি। এতাধিক কার্ডধারী একইভাবে বঞ্চিত হয়েছে। উদ্বৃত্ত চাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, প্রধান শিক্ষক ও খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা–কর্মচারীদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

চাল কম দেয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কমিটির বক্তব্য হচ্ছে গুদামে চাল উত্তোলনের সময় উৎকোচ, এবং বস্তায় ঘাটতির কারণে তারা চাল কম দিতে বাধ্য হচ্ছে।

নিয়ম অনুযায়ী বরাদ্দ চাল খাদ্য গুদাম থেকে উত্তোলনের সময় থানা কর্মকর্তা ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে খাদ্যের গুণগত মান ও ওজন পরীক্ষা করবেন। কিন্তু বাস্তবে থানা নির্বাহী অফিসারের নিকট থেকে আদেশপত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের সভাপতি খাদ্য গুদাম থেকে মাল উত্তোলন করছেন। এখানেই নানা খাতে ব্যয় হচ্ছে বিপুল অর্থ।

জানা যায়, ডিও গ্রহণের সময় বস্তা প্রতি দিতে হয় ২৫ টাকা, ওজনদারকে ১০ টাকা, টালি ক্লার্ককে ১০ টাকা, ওসি এলএসডিকে ২০ টাকা, কুলি খরচ ৪ টাকা। তারপর বস্তা প্রতি ৪/৫ কেজি চাল ঘাটতি পাওয়া যায়। গুদামে ওজন কারচুপির কারণে ঘাটতি হয় বলে এক প্রবীণ শিক্ষক জানান। উপরোক্ত উৎকোচ ও ঘাটতির অজুহাতে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকরা রাতারাতি ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছে। প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে এ নিয়ে শিক্ষক বনাম কমিটির মধ্যে চলছে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব। কমিটির কর্মকর্তারা স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কার্ড বিতরণ করেছে। ৮৫ ভাগ শিক্ষার্থীর উপস্থিতি দেখানোর জন্য কমিটির প্রবল চাপ রয়েছে শিক্ষকদের ওপর। প্রভাবশালী ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মকর্তাদের দাপটে প্রায় স্কুলের শিক্ষকরা অসহায়।

চাল নিয়ে গ্রামীণ শিক্ষা যথাক্রমে ভাটা পড়ছে প্রায় প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চলছে বিস্তার দলাদলি, কোন্দল। জেলা শিক্ষা অফিসের একটি সূত্র স্বীকার করেছে, বরাদ্দকৃত কার্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্ডই ভুয়া।

ব্যবস্থাপনা কমিটি ও প্রধান শিক্ষক এসব ভুয়া কার্ডের চাল আত্মসাৎ করছে। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, সদর থানায় ভুয়া কার্ডের সংখ্যা বেশী। বিরাজমান নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।